দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 9 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫ ...

মেয়েরা শিক্ষা মেধা ও যোগ্যতা দিয়েই সমাজে মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করবে॥ প্রধানমন্ত্রীর আশাবাদ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আশা প্রকাশ করেছেন, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন মেয়েরা নিজেদের শিক্ষা, মেধা ও যোগ্যতাবলেই সমাজে ও সরকারে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করবে। খবর বাসসর।

শনিবার রাজধানীতে ঢাকা পদযাত্রা উদ্বোধনকালে তিনি আরও বলেন, 'মহিলাদের জন্য কোটা সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে না। তবে সেদিন না আসা পর্যন্ত বর্তমান কোটা ব্যবস্থা বহাল থাকবে।'

সব ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতন, সহিংসতা এবং পাচার ও যৌতুকের বিরুদ্ধে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া' পর্যন্ত মাসব্যাপী এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি তেঁতুলিয়া থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার হচ্ছে, নারীর প্রতি সকল বৈষম্যের অবসান, ন্যায্য অধিকার রক্ষা, উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত, জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত এবং সমাজে তাদেরকে ন্যায্য সম্মান ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

তিনি বলেন, সচেতনতা গঠনমূলক এই পদযাত্রা তাঁর সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণের জন্য শুরু করা

(৭- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

মেয়েরা শিক্ষা মেধা (৮-এর পাতার পর)

হয়েছে। মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 'আশ্বাস'সহ সরকার ও ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন, ইউএসএআইডি এবং অস্ট্রেলীয় হাইকমিশন যৌথভাবে এই জাগরণ পদযাত্রার আয়োজন করে।

লাগাতার এই পদযাত্রা দিনাজপুর ও গোবিন্দগঞ্জসহ বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় এবং ঢাকায় এসে পৌঁছে। তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত পদযাত্রার উদ্যোক্তা ও সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, এই 'জাগরণ পদযাত্রা' দেশের নারী সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে। তিনি বলেন, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ঢাকা জাগরণ পদযাত্রার উদ্বোধন এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

পাচারসহ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই পদযাত্রাকে চমৎকার উদ্যোগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। 'পদযাত্রা' নামে এই সামাজিক আন্দোলন সরকারের সহায়তায় 'আশ্বাস'-এর নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শহর ও গ্রামের মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন, নারী নির্যাতন রোধ, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং অসহায় ও দুস্থ মহিলাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচীর বর্ণনা দেন।

বেগম জিয়া বলেন, তাঁর সরকার এ্যাসিড নিক্ষেপ অপরাধকে কঠোর হস্তে দমনের উদ্দেশ্যে এ্যাসিড অপরাধ দমন আইন ও এ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন, এ্যাসিড ভিকটিমদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনে কর্মসূচী নিয়েছে এবং নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসা ও আইনী সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে রাজশাহীতে একটি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার চালু করেছে।

ঢাকায়ও একটি সেন্টার কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় শহরের হাসপাতালে এ ধরনের সেন্টার খোলা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সারাদেশে ৩৮টি ট্রাইব্যুনাল কাজ করছে। এছাড়া নিম্নবিত্ত মহিলাদের জন্য টেকনিক্যাল ট্রেনিং ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু রয়েছে।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী খুরশিদ জাহান হক, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি এ্যান পিটার্স, অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার লরেন বারকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এএমএস রেজাই রাব্বি, বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থার সভানেত্রী নাসরিন সাঈদ, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের আঞ্চলিক প্রতিনিধি শহিদল হক